অমর একুশ ঃ ২০০৫ স্টাইল

নুরুল্লাহ মাসুম

১৯৭৮ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত অমর একুশ পালন করেছি ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। মাঝখানে অবশ্য দু বছর (৮৬-৮৭) খুলনাতে একুশ পালন করেছি। দেখেছি একুশ পালনে ক্ষমতাসীনদের নানান স্টাইল। ব্যাথিত হবার ইতিহাসই খুব বেশী। ২০০১ থেকে দেশের বাইরে থাকায় কখনো বিটিভি কখনো পত্রিকার ওপর ভরসা করে জানতে হয়েছে ঢাকায় একুশ পালনের খবর।

চ্যানেল আই-এর সুবাদে এবারেও দেখলাম মহান একুশের প্রথম প্রহর সারাসরি। ধন্যবাদ চ্যানেল আই-কে।

দুবাই ঢাকা থেকে সময় রেখায় দু ঘন্টা পিছিয়ে। সুতরাং ঢাকায় একুশের প্রথম প্রহর দেখে দুবাইয়ে আমরা একুশের প্রথম প্রহর পালন করতে পেরেছি।

পরিবারের সবাইকে দুবাইস্থ বাংলাদেশ স্কুলে অনুষ্ঠিত একুশের সংগীতানুষ্ঠানে পাঠিয়ে দিয়ে চ্যানেল আই-য়ের সামনে বসলাম। জানা ছিল খালেদার আমলে শহীদ মিনারের হাল কি হতে পারে। কেননা আমি ৯১-৯৬ সময়ে খালেদার আমলের একুশ দেখেছি সচক্ষে। ৯১ সালে খালেদার আমলের প্রথম একুশে পালনের পরে দৈনিক জনকণ্ঠে লিখেছিলাম "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দয়া করে এভাবে শহীদ মিনারে আসবেন না"।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, খালেদা জিয়া নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী হয়ে যে ধরণের আচরণ সেময়ে করেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল তিনি একক ক্ষমার অধিকারী কোন এক রাষ্ট্রপ্রধান। স্মরণযোগ্য, খালেদাই প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, যে নাকি রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম বা লোগো" হাইজাক করে প্রধানমন্ত্রীর পতাকা ও সরকারী কাগজপত্রে ব্যবহার শুরু করেন। তখনকার ঠুঁটো জগন্নাথ রাষ্ট্রপতি এর কোন প্রতিবাদকরেন নি। সেসময়ে খালেদা ঘন্টার পর ঘন্টা নিরাপত্তা বাহিনীর কব্জার মধ্যে রাখতে শুরু করেন বাঙালীর প্রাণের তীর্থ শহীদ মিনারকে। যা স্বৈরশাসক এরশাদও করেন নি।

এহেন খালেদার দ্বিতীয় মেয়াদে একুশের হাল ভাল হবে না বলেই ধরেনিয়েছিলাম।

খালেদা জনপ্রতিনিধি, নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। যে খালেদা এক সময়ে তার দলের ছাত্র সংগঠনের বোমাবাজ নেতার বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুর পর দিনভর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের হলে একাকী অবস্থান করতে পারতেন, সেই খালেদা জনতার মাঝে আসতে এমন জঘন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন, যেখানে ড. কামাল, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের মত নেতাদের অবরুদ্ধ থাকতে হবে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে, চীনা রাষ্ট্রদূতকে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা নিরাপত্তার কারনে যাসময়ে শহীদ মিনারে আসতে দেবেনা, তাতে বিস্ময়ের কি আছে? হায়রে দেশনেত্রী! এ কেমন নেতা তিনি? জনতাকে কেন এত ভয় তার?

জিয়ার আমল ও পুরো এরশাদ আমল দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ডাকসুর নেতাদের সহ। রাষ্ট্রপ্রধান আসতেন সকালের কোন এক সময়ে, যখন লাখো জনতার শ্রদ্ধা নিবেদনের ভীর কমে যেত। যদিও জিয়ার আমলে শহীদ মিনারে জীবিত ও মৃত নেতাদের ছবি ঝোলাবার এক জঘন্য প্রতিযোগিতা চলতো সে সময়ে। জাসদ আসতো কর্ণেল তাহেরের ছবি নিয়ে, বি এন পি আসতো জিয়ার ছবি নিয়ে, আওয়ামী লীগ আসতো বঙ্গবন্ধুর ছবি নিয়ে। শহীদ মিনারে বোমবাজিও ঘটেছে সে সময়ে। আমাদের ভাগ্য ভাল এ অবস্থা বেশী দিন চলেনি।

স্বৈরশাসক এরশাদও জনতার প্রানের তীর্থ শহীদ মিনার কে অপবিত্র করার নানা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সে সময়ে। সামরিক শাসনের জাতাকলের মধ্যে শহীদ মিনারে কোরআন তেলাওয়াতের প্রচেষ্টা তিনিও করেছিলেন। তবে জনতার দাবীকে তিনি অবহেলা করতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। শহীদ মিনারে কোরআন তেলাওয়াত হয়নি সে সময়ে। অবশ্য এরশাদ চালু করেছিলেন ভাষা শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে সকল ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রার্থণার আয়োজন। সরকারী ভাবেই তিনি এটা করেছিলেন। খালেদার এবং হাসিনার পুরো সময় ধরে সে ব্যবস্থা চালু রয়েছিল।

এবার খালেদার আমলে দিনভর শহীদ মিনারে কোরআন তেলাওয়াতের সংবাদ পত্রিকার মাধ্যমেই জানতে পারি। এবং এটা পরিস্কার সরকারের ভেতরে থেকে কেউ এর পৃষ্ঠপোশকতা করছে, নইলে এমনটি হবার কথা নয়। শহীদ মিনার আমাদের, বাঙালীর অহংকার, এটা কেবল মুসলমানের নয়, নয় হিন্দু বা অন্য কোন ধর্মের লোকেদের বেদী। এটা কারো কবর বা শ্বশান নয়। কোরআন তেলাওয়াততো দীর্ঘদিন ধরে আজিমপুর কবরস্থানে শহীদদের কবরে হয়ে আসছে। এবার কেন শহীদ মিনারে আমদানী করা হল? খালেদা-নিজামী গং কি পাকিস্তানী কায়দায় শহীদ মিনারকে মসজিদ বানাতে চায়? প্রবাসী হলেও আমার ধারণা, বাঙালী এত বড় স্পর্ধা সহ্য করবে না। অতএব এহেন স্পর্ধা দেখাতে বারণ করছি। সময় এবং ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না, এটা ভুলে গেলে চলবে না।

ফিরে যাই এবারের একুশের প্রথম প্রহরে, ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। আমাদের নির্বাচিত রানী সাহেবার আমলের প্রথা অনুসারে পুরো উজির সভা আগেভাগেই সেখানে হাজির, নিজামী সাহেবও সেখানে-যদিও তার দল শহীদ মিনাওে ফুল দেয়াটাকে পুজো মনে করে(মন্ত্রীত্ব বাচাতে দলের সভাপতি দলের নিয়ম ভাঙলেন, হায়রে নিয়তি!)। জনতার শহীদ মিনার থেকে জনতা বিতারিত। এমনকি যুগ যুগ ধরে শহীদ মিনার এলাকায় শৃংখলা রক্ষাকারী রোভার স্কাউট ও বি এন সি সি-ক্যাডটরাও বিতারিত। চারিদিকে কেবল র‍্যাব আর র‍্যাব। দূরে কোথাও আছে কোবরা-চিতা। আহারে আমার শহীদ মিনার! তোমায় আর কত লাঞ্ছিত হতে হবে আমরা জানিনা।

রানী সাহেবা এলেন, ক্ষানিক পরে এলেন সাহেবার নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান। নিয়ম করেই তারা ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। দেখলাম "পুতুল" সরকারের পুতুল রাষ্ট্রপ্রধান ফুলের মালাটা ধরে শহীদ মিনারে রাখতে ভুলে গেলেন। তার এডিসি-দ্বয় ফুলের মালাটা বেদীমূলে রাখার পর মহামান্য রাষ্ট্রপ্রধার মালাটা একটু ছুয়ে দিলেন। মালাটার ওজন কি খুব বেশী ছিল? নাকি তিনি ভুলেই গেছিলেন

যে মালাটা ধরে বেদীমূলে রাখতে হবে? তবু হতভাগা(!) ভাষা শহীদদের ভাগ্য ভাল রাষ্ট্রপ্রধান মালাটা "ছুয়ে" দিয়েছেন দেরিতে হলেও, নইলে মুখ দেখানো যেত কি?

দীর্ঘদিন ধরে আমি জানতাম আমাদের দেশে দ্বিতীয় ব্যাক্তি হচ্ছেন "স্পীকার", কেননা আমাদের দেশে ভাইস প্রেসিডেন্ট বলে কেউ নেই এবং একনম্বর ব্যাক্তি রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে স্পীকার সে দ্বায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তার অবস্থান হচ্ছে তৃতীয়। এবার খোদ স্পীকারের মুখে শুনলাম তিনি নাকি তৃতীয়। আমার কেন যেন মনে হলো জ্ঞানী সরকার সাহেব(এই সরকার সেই সরকার নয়) "দুই নম্বরী" হতে চাননি বলেই হয়ত স্বেচ্ছায় তিন নম্বরী হয়েছেন। সে যাহোক তিন নম্বর ব্যাক্তি যথা সময়ে শহীদ বেদীতে মালা রাখলেন। এর পর সভাবতই আমি অপেক্ষায় ছিলাম এবার আসবেন বিরোধী দলের নেতা। না তিনি এলেন না। এলেন ঢাকার মেয়র। তবে কি তিনি দেশের চার নম্বর ব্যাক্তি?

প্রসঙ্গত আবারো বলতে হচ্ছে বহুদিন ধরে শহীদ মিনারে প্রথম পুষ্পমাল্য অর্পন করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। সে সময়ে কি শহীদ দিবস পালিত হত না ঠিকমত? ৫৩ সাল থেকে বাংলার সাধারণ মানুষ কি শহীদদের যথাযথ মর্যাদা দেয়নি? কেন খালেদা তার প্রথম আমল থেকে জনতার শহীদ মিনার কে সরকারী শহীদ মিনারে পরিনত করলেন?

এবার আমার প্রশ্ন, দেশের মাথা "মাথা ব্যাক্তিবর্গ" যদি তাদের "সিরিয়াল নম্বর" অনুযায়ী শহীদ মিনারে যান সরকারী ভাবে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে, সেক্ষেত্রে "প্রধান বিচারপতি" কেন বাদ পরলেন? দেশে তার অবস্থান এখন কোথায়? নাকি তিনি এখন আর কোন নম্বরে পরেন না?

১৯৯১ থেকে ২০০৫ দীর্ঘ ১৫টি বছর। আজো আমাকে বলতে হচ্ছে খালেদা উদ্দেশ্য করে-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দয়া করে শহীদ মিনারকে সরকারী সম্পত্তি বানাবেন না। শহীদ মিনারকে র‍্যাব-কোবরা-চিতার অভয়ারণ্য বানাবেন না। শহীদ মিনার জনতার। ওটা জনতার সম্পত্তি থাকতে দিন। ওদিকে নজর লাগাবেন না। জনতাকে বঞ্চিত করে আপনার আসার দরকার নেই সেখানে। আপনি আসতে চাইলে একুশের দিনে কোন র্নিধরিত সময়ে আসুন, সে সময়ে জনতা সেখানে যাবে না। শহীদ মিনার জনতার-হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃস্টান-আপামর বাঙালীর। নতুন করে সারাবিশ্বের জনতার -আজ দিনটি কেবল বাঙালীর নয়, সারা দুরিয়ার মানুষের। আপনি আসতে চাইলে জনতা হয়ে আসুন, আমরা আপনাকে স্বাগত জানাবো।

আপনারা এলে আমাদের অসুবিধা হয়। আপনারা এলে আমরা ওখানটায় যেতে পারি না। হয়ত আপনারা আমাদের "কোবরা-চিতার" কোন এক ছোট বংশধর মনে করেন এবং আমাদের ভয় পান। তাইতো আপনাদের গাড়ির বহরের সামনে যারা থাকে তাদের বাজানো বাশিতে (!) আমাদের প্রানের সংগীত "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী" শুনতে পাই না। আপনি জানন না ঐ গানটি একুশের প্রথম প্রহরে বাঙালীর মনে কেমন শিহরণ জাগায়। এমন এক পবিত্র ক্ষণ তৈরী করে ঐ গানটি প্রতি একুশের প্রথম প্রহরে, যেখানে একটি অবোধ শিশুও টু-শব্দটি পর্যন্ত করে না। অথচ আপনার সামনে-পেছনে অবস্থানরত জানোয়ারের নামে রক্ষাবাহিনীর সদস্যরা এমন বিশ্রী শব্দ করে

যাতে করে একুশের প্রথম প্রহরের পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয়। **আপনারতো এমন অধিকার নেই একুশের পবিত্রতা ক্ষুন্ন করার। তাই আমাদের দাবী এভাবে শহীদ মিনাওে আসবেন না দয়া করে।**

শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের পালাক্রম সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যাঞ্চেলর অবশ্য বলেছেন প্রোটোকল ঠিক আছে। রাষ্ট্রেও প্রধান তিন ব্যাক্তির পওে যে কোন এক সময়ে তার শ্রদ্ধা নিবেদন করার পালা আসে। তবে কি তার পূর্বসুরীগণ ভুল করেছেন? তিনি কি তাদের ভুলের সংশোধন করছেন? অবশ্য তিনি এও বলেছেন প্রোটাকল অনুসারে তিনি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে শহীদ মিনার চত্বর থেকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এসে দেখেন ঢাকার মেয়র শ্রদ্ধা নিবেদন করে ফেলেছেন। তাহলে বলতে হয় ঢাকার মেয়র বেদী দখল করেছেন। তিনি কি জানেন না তার অবস্থান কোথায়? নাকি তিনি জনসভার স্থান দখলের মতকরে শহীদবেদী দখল করলেন?

হায়রে প্রোটোকল! এ কেমন কল, যার যাতাকলে পরেছে আমাদের শহীদ মিনার- আমাদের প্রানের মিনার! রাষ্ট্রের মাথাওয়ালা ব্যাক্তিরা একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে না এলে প্রোটোকলের যাতাকলে পরতে হতোনা আমাদের প্রাণের মিনারটিকে।

দুবাইতে শহীদ দিবস পালন ঃ

এধ্যপ্রাচ্যে অবস্থারত বাঙালীদের অধিকাংশই মজুর। তবু তারা দিনভর খাটুনির পরও একুশকে ভোলে না। সন্ধ্যার পর থেকেই দুবাইস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট চত্তরে বানানো শহীদ মিনারে তারা মিলিত হয় প্রতি বছর। এবারেও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি। শুধু দুবাই নয়, রাস-আল-খাইমা, উম্ম-আল-কুয়াইন, আজমান ও শারজাহ থেকে বাঙালীরা আসেন দুবাই শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রদি শ্রদ্ধা জানাতে। আবুধাবীতে রয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস। সেকানকার বাঙালীরা সেখানেই যান। দুবাই বাংলাদেশ কনস্যুলেট কর্তৃপক্ষ এদিনটিতে শহীদ মিনারটিকে যথাসাধ্য সাজাতে চেষ্টা করেন বৈকি। কনস্যুলেটের ধারেকাছেই বাংলাদেশ স্কুল। সেখানে আয়োজন করা হয় একুশের অনুষ্ঠান।

মূলত সন্ধ্যার পর থেকে বাঙালীরা মিলিত হন সে স্কুলে। ২০ তারিখের শেষ প্রহরে এখান থেকেই শুরু হয় একুশের প্রভাত ফেরি। এছাড়াও দলগতভাবে একুশের নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কনস্যুলেট থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত দু-দুটো বাঙালী রেস্টুরেন্ট-অসকার এবং মেঘনা ভেলীতে। সেখান থেকেও প্রভাত ফেরি আসে শহীদ মিনার চত্বরে। একুশের প্রথম প্রহরে কনস্যুলেট কর্তৃপক্ষ একধাপ এগিয়ে থাকেন তার সরকারের থেকে। কনস্যুলেটের গেট খোলেন তারা প্রায় আধা ঘন্টা পরে। এখানে কনসাল জেনারেল, দূতাবাসের কর্তারা ছাড়াও জনতা ব্যাংক, বিমান কর্তারা শ্রদ্ধা

নিবেদনের পর জনসাধারণের জন্য গেট খুলে দেয়া হয়। স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষমতাশীন দল এখানে থাকে অগ্রভাগে। এখানেও শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। বড় বড় দলগুলোর পরে আসে দুবাই ও উত্তর আমিরাত সমুহের নানান সামাজিক সংগঠন তাদের ব্যানার নিয়ে। এখানে উল্লেখ করতে হয়, দুবাই আমিরাত সহ পুরো আমিরাতে কোন প্রকার সংগঠন করা আইনত নিষিদ্ধ। তবু এখানে দেশজুরে রয়েছে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের শাখা, রয়েছে নানান সামজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের শাখা ও স্থানীয় ভাবে গঠিত সংগঠন। নেই কোন নিবন্ধনের ঝামেলা, কোন নিয়মতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রন। তবু চলছে এধরনের সংগঠন-একান্তই সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

সকল সংগঠন যখন শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষ করে তখন দু-চারটা পরিবারকে দেখা যায় সেখানে আসতে। এবার অবশ্য কনস্যুলেটের গেট রাত পৌনে একটায় বন্ধ করে দেয়া হয়, যে কারণে আমার মত অনেক পরিবারের সদস্য, যারা ব্যাক্তগতভাবে শহীদ মিনারে গিয়েছিল, তারা ফিরে আসে এক বুক ব্যাথা নিয়ে। দুবাইতে সারা রাত ধরে কনস্যুলেটের গেট খোলা রাখলে আরো বহু বাঙালী সেখানে শ্রদ্ধা জানাতে যেতে পারতো। এখানে সারারাত গেট খুলে রাখতে কোন অসুবিধা নেই। তবু তারা এমন দিনটিতে তা করেন না। দুবাই কনস্যুলেট নিয়ে রয়েছে হাজারো অভিযোগ, সে বিষয়ে অন্যত্র আলোকপাত করা যাবে।

১৯৫২ সালের বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য অমর একুশের সুষ্ঠি হয়েছিল। এতদিন অমর একুশ ছিল একান্তই আমাদের - বাঙালীর। আজ সেটা বিশ্ববাসির। একুশ এখন আর কেবল মহান শহীদ দিবস নয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। যতদূর জেনেছি দিনটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আজো সারা বিশ্বের কাছে পৌছানো হয়নি। দায়িত্বটা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের। সে কারনেই আমিরাতে এ দিবসটি পালিত হতে দেখলাম না। এটা আমাদের এক চরম দুর্ভাগ্য বটে।

অমর একুশের দাবী অনেক, প্রাপ্তি ততটা নয়। আজো আমরা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। আমাদের আকাশ মিডিয়া বিশ্বের বহু দেশে পৌছে গেছে, সেখানে আমরা কি দেখি? শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণটাও আমাদের কানে বাজে না। অনুষ্ঠানের মান-প্রকৃতিতো বহু দূরের কথা।

কবে আমরা বাংলাকে নিয়ে ভাববো? আজ বিশ্বদরবারে বাংলার অবস্থান ৪ নম্বরে। আর কত অপেক্ষা করতে জবে আমাদের?

নুরুল্লাহ মাসুম
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
২২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫